দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 JUN 1998
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

ঢাঃ বিঃ এলামনাই কনভেশন উদ্বোধন

ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করার উদ্যোগ সমর্থন করুনঃ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে তার সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের কথা ব্যক্ত করে শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলামনাই কনভেনশন উদ্বোধন করেছেন।

তিনি বলেন, এক সময়ে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে আমরা যাতে একসঙ্গে কাজ করতে পারি সে জন্য আমাদের এই উদ্যোগকে সমর্থন করুন'। খবর বাসস'র।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী, প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক আবুল মাল আবদুল মুহিত, প্রবীণ সদস্য অধ্যাপক সিরাজুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক দীন মোহাম্মদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

শেখ হাসিনা দুঃখ করে বলেন, সমাজে এক সময় ছাত্রদের সম্মান ছিল। কিন্তু তারা তাদের সে সম্মান আর ভাবমূর্তি হারিয়ে ফেলেছে। ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের কারণেই এটা হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা সমাজ থেকে সন্ত্রাসের অবসান ঘটাতে চাই এবং জাতিকে অগ্রগতি আর সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে চাই'।

বিশ্ববিদ্যাল্যয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলেন যে, এ ব্যাপারে একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে তিনি সম্ভব সবকিছু করবেন। সন্ত্রাসের উৎস সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বন্দুকের নল দিয়ে যখন ক্ষমতা দখল করা হয় তখনি সন্ত্রাসের সূত্রপাত ঘটে। তিনি বলেন, সংবিধান লংঘনকারীরা ক্ষমতায় থাকার জন্য ছাত্রদেরকে ব্যবহার করে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যার মাধ্যমে ওই প্রক্রিয়া শুরু হয়। 'অসাংবিধানিক পন্থায় যারা ক্ষমতায় এসেছিল তারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য ছাত্রদেরকে রাজনীতিতে নিয়ে আসে।'

শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৯৩ সালে তিনি যখন বিরোধীদলের নেত্রী ছিলেন তখন ছাত্রদের লেখাপড়া ও দেশের স্বার্থে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার জন্য তৎকালীন সরকারের সমর্থন চেয়েছিলেন। কিন্তু 'কেউ আমার এই ধারণা সমর্থন করেনি'। অবশ্য আমি তখন ছাত্রলীগের রাজনৈতিক কর্মকান্ড বন্ধ করে দিয়েছিলাম। শেখ হাসিনা বলেন, অন্য রাজনৈতিক দলের মতো আওয়ামী লীগের কোন ছাত্র অঙ্গ সংগঠন নেই। তিনি বলেন, তার দল তাদের ছাত্রদের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেনি। 'আমরা জনগণের ক্ষমতায় বিশ্বাস করি, যারা ভোটের মাধ্যমে আমাদেরকে ক্ষমতায় পাঠিয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো কখনো সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দেয় না। কেবল যারা অবৈধভাবে ক্ষমতায় আসে তারাই তখন সন্ত্রাসীনির্ভর রাজনীতির উপর নির্ভর করে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগই হচ্ছে সেই দল যারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাত ছাত্রের খুনের বিচার করেছিল এবং ছাত্রলীগের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও হত্যাকারীদের সাজা দিয়েছিল; কিন্তু 'বঙ্গবন্ধু হত্যার পর সামরিক শাসক সাজাপ্রাপ্তদের ছেড়ে দিয়েছিল।' তিনি বলেন, সাজাপ্রাপ্তদের একজন এখন সাতদলীয় বিরোধী জোটের অংশীদার।

প্রধানমন্ত্রী তার ৪০ মিনিটের ভাষণে অনেক বিষয়ের উপর কথা বলেন। এর একটি হচ্ছে উপদেষ্টা হওয়ার মাধ্যমে বুদ্ধিজীবীদের সামরিক স্বৈরাচারকে সমর্থন। তিনি বলেন, আপনারা যদি অসাংবিধানিক পন্থায় তাদের ক্ষমতা দখলের প্রতিবাদ জানাতেন এবং উপদেষ্টা হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতেন তাহলে পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারত।' শেখ হাসিনা বলেন, 'রাজনীতিবিদদের দোষারোপ করবেন না'।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অবহেলিত লাখ লাখ মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই হচ্ছে তার সরকারের লক্ষ্য। 'আমরা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চাই।' অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, যে এলাকা আমাদের জন্য বন্ধ ছিল তা এখন জনগণের জন্য উন্মুক্ত। তিনি বলেন, চুক্তির ফলে সংকটকবলিত এলাকার সংঘর্ষ ও অসন্তোষ দূর হয়েছে। সেখানে দু' দশক ধরে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিরোধীদল চুক্তির বিরোধিতা করে লংমার্চ করার পরিকল্পনা করছে। তিনি বলেন, লংমার্চের জন্য হাজার হাজার যানবাহন যোগাড় করা হচ্ছে; কিন্তু লংমার্চ পায়ে হেঁটে করারই কথা।

তিনি বলেন, 'কিভাবে কেউ শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করতে পারে? বিচারের ভার আমি আপনাদের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমান ট্রেন্ডের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, একশ্রেণীর মানুষ তাদের পরিবার-পরিজনের কথা ভুলে গিয়ে টাকার পেছনে ছুটছে। তিনি বলেন, পরিবারের জন্য সময় ব্যয় করার সময় তাদের নেই। তাদের ছেলেরা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করছে ও সন্ত্রাসী হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন করেন, 'কাদের জন্য আপনারা অর্থ উপার্জন করছেন?'

শেখ হাসিনা বলেন, সমাজ ও ছাত্রদের চরিত্র গঠনের জন্য শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ছাত্র সংগঠন গুটিয়ে ফেললে সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের পক্ষে তা হবে ইতিবাচক পদক্ষেপ।

অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে। গত দু' বছরে সেশনজটও অনেক কমিয়ে আনা হয়েছে। অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে বইয়ের স্বল্পতার কথা উল্লেখ করে বিদেশ থেকে বই সংগ্রহ করার আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২৩-২৭ সেশনের ছাত্র অধ্যাপক সিরাজুল হক পুরনো দিনের কথা স্মরণ করেন। তিনি পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানান।

ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীকে এলামনাই এসোসিয়েশনের একটি ক্রেস্ট উপহার দেন। অধ্যাপক মুজাফফর আহমদও প্রধানমন্ত্রীর হাতে একটি ক্রেস্ট তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য প্রচুরসংখ্যক ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) সবুজ চত্বরে সমবেত হয়েছিলেন।

সজাগ থাকুন ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএনপি'র ধ্বংসাত্মক তৎপরতার বিরুদ্ধে সজাগ থাকার জন্য আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিএনপি দেশে বিরাজমান শান্তি ও স্থিতিশীলতা নস্যাৎ করতে উঠে-পড়ে লেগেছে।

শেখ হাসিনা শনিবার গণভবনে রাজশাহী জেলা ও সিটি ইউনিট আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখার সময় এ আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, 'বিএনপি'র অসৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার জন্য আপনাদেরকে দলের কর্মকান্ড সংহত এবং জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে।' তিনি বলেন, জনগণ ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় পাঠিয়েছে এবং তাদের সেবা করতে ও তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে সরকারের দায়িত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীরা বিরাট ত্যাগ স্বীকার করেছে। তিনি বলেন, এখন আপনাদের আরো ত্যাগ স্বীকার করতে হবে ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে কাজ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, লবণ, চাল পেঁয়াজের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বিএনপি বিশৃংখলা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তারা ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য জনগণকে জিম্মি করছে।

তিনি জাতীয় সংসদে স্পিকারের উপর হামলার কথা উল্লেখ করে বলেন, সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্যই তারা তাদের সকল কর্মকান্ড চালাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতুর দু'পাশে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। তাছাড়া উত্তরাঞ্চলে কলকারখানাও প্রতিষ্ঠা করা হবে।